টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎ চন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

ডাকাতি

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার শিমলা গ্রামের গুরুপদ দত্তের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। ২০।২৫ জনের একদল ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বাড়ী আক্রমণ করে। দুর্বৃত্তদের আঘাতে গৃহস্বামীর মধ্যম পুত্র তারক দত্ত গুরুতর আহত হন। দুর্বৃত্তরা গহনা ও নগদে আট হাজার টাকা মত নিয়ে গিয়েছে।

৫৮-শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১০ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৭৮ ইং 23rd Feb. 1972 | ৩৭শ সংখ্যা

জঙ্গিপুরে ইন্দিরা গান্ধী

আগামী ২৯শে ফেব্রুয়ারী বৈকাল ৪ ঘটিকায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি-পার্ক ময়দানে কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিবেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

পরিবার পরিকল্পনার সাফল্য—কি ভাবে?

জনসংখ্যাবৃদ্ধি প্রতিরোধের জন্য সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। এ বিষয়ে জনমতকে জাগ্রত করারও বিশেষ কার্য্য-সূচী গ্রহণ করা হয়েছে। স্ত্রী ও পুরুষের বন্ধ্যাকরণের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই সরকার আজ গ্রামে পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। সরকার জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিশেষ উৎসাহ দিলেও বাস্তবিক অবস্থা কি? জঙ্গিপুর মহকুমার সদর হাস-পাতালে যে অব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। ফর্ম পাওয়াই একটা মুস্কিল ব্যাপার। ফর্ম ভর্ত্তি করার পর অপারেশনের দিন ক্রমাগত বদল হ'তে থাকে। বন্ধ্যাকরণে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে এমন মন্তব্যও শুনতে হয়েছে যে—"মশায়, আপনি অপারেশন করতে এসেছেন না টাকার জন্য এসেছেন?" অপারেশন কেন করা হচ্ছে না জানতে গেলে উত্তর পাওয়া যায় কারেন্ট নাই। ভ্যাসেকটমী অপারেশন কারেন্ট না থাকলে হয় না তা আমরা মহকুমা হাসপাতালের ডাক্তারের কাছেই জানলাম। এ রকম ব্যবহার পেতে থাকলে জনসাধারণ বন্ধ্যাকরণের জন্য হাসপাতালে আসতে কতখানি উৎসাহিত হবেন তা সাধারণ ব্যক্তি মাত্র-ই অনুমান করতে পারেন। সরকার বলছেন—"সুযোগ হারাবেন না।" কাজের ক্ষতি করে অনেক গরীব জন-সাধারণকে গ্রাম থেকে শহরে হাসপাতালে এসে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এই প্রকার হয়রাণী, ঔদাসীনতা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ ব্যবহার সহ্য করতে হলে সরকারের হাজার সদিচ্ছা থাকলেও পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কখনই আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারবে না। আশা করছি মহকুমা-হাসপাতা-লের কর্ত্তৃপক্ষ মানবতার খাতিরে আরও সুষ্ঠু কর্ত্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দেবেন। উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের কাছেও অনুরোধ তাঁরা যেন অধস্তন কর্মচারীদের কর্ম-তৎপরতার উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেন।

স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টর মহাশয় জবাব দেবেন কি?

সাগরদীঘি, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—হঠাৎ বাজার থেকে আটা উধাও। এই সুযোগে যত রাজ্যের কুখাদ্য সব আটায় বাজার ছেয়ে গেল। বিচ্ছিরি আটা। মুখে দেওয়া দায়। তবুও উপায় নাই—গরীব দীন-মজুরকে ঐ কুখাদ্য আটা বাধ্য হয়ে খেতে হয়। এই সব আটা নলহাটী, রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি জায়গার মজুতদার মিলমালিকেরা সরবরাহ করছেন। আর তাঁদেরকে সাহায্য করছে এক শ্রেণীর মুনাফাখোরের দল।

অবশ্য এ সব কুখাদ্য আটা ধরার দায়িত্ব স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টরদের। এখানে দুজন আছেন। একজন মাতাল সারাদিন মদে ডুবে থাকেন। অনেক বলা কওয়ায় তাঁরা প্রত্যেক দোকান থেকে কিছু "স্যাম্পল্" নিয়ে যান। কিন্তু তারপর যে কি করেন তার আর কোন পাত্তা পাওয়া যায় না। প্রত্যেক বৎসর পূজোর সময় প্রতিটি মুদিখানার দোকান থেকে তাঁরা কিছু সেলামী আদায় করে থাকেন। পূজোর কেনাকাটার খরচা মোটামুটি পুষিয়ে যায়। অবশ্য তাঁদের কোন দোষ নাই। কারণ ঘুষ তো ওপর মহল থেকে শুরু করে ছোট বড় প্রত্যেকেই খান। ঘুষ খাওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সামান্য কয়টি টাকার বিনিময়ে তাঁরা গরীব জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিচ্ছেন না কি? পরোক্ষভাবে ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ে সাহায্য করছেন না কি? প্রধান মন্ত্রী যখন বলছেন "দেশে এত খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে যে সেগুলি রাখার গুদাম পাওয়া যাচ্ছে না"—তখন কি করে এই সমস্ত ভেজাল খাদ্যদ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রী করা হচ্ছে? আর কতদিন জেগে ঘুমাবেন—স্যানিটারী ইনস্‌পেক্টর মহাশয়, জবাব দিন।

সাগরদীঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্প

২৩শে ফেব্রুয়ারী বুধবার মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক শ্রীকালীপদ ঘোষ, আই-এ-এস মহোদয় পরিবার পরিকল্পনা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উক্ত সভায় মুর্শিদাবাদের পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক ডাঃ, এস, এন, সিংহ ও জেলার সাংবাদিকগণ যোগদান করেন। সন্ধ্যায় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৮ সাল।

নির্বাচনী দো-পেঁয়াজী

পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার নির্ব্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্রে এবার এক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল। এই ঘটনা অবশ্য নির্বাচনী মনোনয়নকে কেন্দ্র করেই। আলোচ্য কেন্দ্রে নাম প্রত্যাহারের পর ভোটপ্রার্থী হয়েছেন চারজন। শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রীহবিবুর রহমান। বামপন্থী জোট মনোনীত করেছেন শ্রীঅচিন্ত্য সিংহকে। মুসলীম লীগ দাঁড় করিয়েছেন শ্রীবদরুদ্দিনকে। আর নির্দল হয়ে ভোটপ্রার্থী হয়েছেন শ্রীমুক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়।

নির্বাচনী দেওয়াল-লিখন শুরু হয়ে গেছে। রাতের শেষে প্রতিদিনই কিছু লিখনবৈচিত্র্য চোখে পড়ছে। এই জেলার বিধানসভায় আসন সংখ্যা আঠার। শাসক-কংগ্রেস সব আসনের জন্যে প্রার্থী দিয়েছেন। তাঁদের হয়ে প্রচারের কাজ চালাচ্ছেন জেলার সি, পি, আই। কেন না মোরচা গঠন করা হয়েছে। বামপন্থী ফ্রন্ট যথারীতি প্রার্থী দাঁড় করিয়েছেন। সি, পি, এম, আর, এস, পি ও এস, ইউ, সি'র প্রার্থী সংখ্যা যথাক্রমে ৯, ৬ ও ২ জন। মুসলিম লীগ ও জনসংঘ যথাক্রমে ১১ ও ৬ জনকে দাঁড় করিয়েছেন।

প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, নির্বাচনটা কেমন হবে। অর্থাৎ নির্বাচনী হাওয়া কার পালে জোর লেগেছে, কার পালে কম। স্বভাবতই মনে হবে, কংগ্রেস এবার জোর কদমে চলেছে। নাকি এখন কংগ্রেসের 'ইমেজ'টা খুবই ভাল। তাই এই দল ভোট টানবে বেশী। অন্ততঃ কর্মকর্তারাও এই আশ্বাস দিয়েছেন। অপর পক্ষে বামপন্থী জোটের সমর্থকরা বলেছেন, তাঁরা সাফল্য সম্বন্ধে মোটামুটি-ভাবে নিঃসন্দেহ। তবে এই সাফল্যের আসল যাঁরা, অর্থাৎ ভোটদাতারা মুখ খুলছেন না কিন্তু। তাঁরা আজকাল এত বেশী রাজনীতি-সচেতন যে, তাঁদের মনের গহনে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিক তাণ্ডবের ফলশ্রুতি কিনা জানি না। কাজেই নির্বাচনী-পূর্বাভাষ দেওয়া সম্ভব নয় ভোট না আসা পর্যান্ত।

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে প্রার্থী দাঁড় করানর কাহিনী প্রণিধানযোগ্য। গতবারের নির্বাচনে এই কেন্দ্রে শাসক কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ আশরাফ হোসেন মুসলিম লীগ প্রার্থীর কাছে প্রায় ৩০০ ভোটের ব্যবধানে হেরে যান। এবারের নির্বাচনে ডাঃ আশরাফকে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে শ্রীহবিবুর রহমানকে। শ্রীরহমান অবশ্য জঙ্গিপুর নির্বাচনী কেন্দ্রের লোক নন। তাঁর এলাকা লালগোলা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে উপযুক্ত প্রার্থী কি পাওয়া গেল না? এ প্রশ্ন আজ অনেকের মনেই জেগেছে। কারণ শ্রীরহমানের পরিচিতি এখানে আছে বলে আমরা জানি না। বরং ডাঃ আশরাফ এই কেন্দ্রেরই লোক; তাঁর পরিচিতিও কিছুটা আছে। তাছাড়া মাত্র ৩০০ ভোটের ব্যবধানে যিনি গত নির্বাচনে পরাজিত হন, তিনি আর সুযোগ পাবেন না এটা ভাবতে পারা যায় না! শোনা যাচ্ছিল, এই কেন্দ্রে শ্রীউমাপতি মণ্ডল মহাশয়কে কংগ্রেসের মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা চলছে। কাজ নাকি অনেকটা এগিয়েও যায়। কিন্তু হল অন্যরকম।

এই কেন্দ্রে মুসলমানপ্রধান ভোটার এই নীতি বিচারে অর্থাৎ মুসলমান ছাড়া কোন প্রার্থী জয়লাভ করতে পারবেন না এই চিন্তাই যদি মুখ্য হত, তাহলে ডাঃ আশরাফ নিশ্চয়ই মনোনয়ন পেতেন। তাহলে কি মনোনয়ন-প্রদানে আর কোন গোপন ব্যাপার ছিল? প্রদেশ কংগ্রেসের কর্মকর্তারা সে হাঁড়ির খবর রাখবেন। সাধারণ মানুষের বুদ্ধির বাইরে।

দ্বিতীয় পর্যায় বামপন্থী জোটের প্রার্থী দাঁড় করান। এস, ইউ, সি-র শ্রীঅচিন্ত্য সিংহ বামপন্থী জোটের মনোনয়ন পেয়েছেন। আমাদের কাছে যতটুকু খবর এসেছিল, তাতে জানা গিয়েছিল যে, আর, এস, পি যেহেতু বামপন্থী জোটে যোগ দিয়েছে, সেজন্যে আর এস, পি-র শ্রীআবদুল হক এখানে মনোনয়ন পাবেন। শ্রীহক এর আগে কয়েকটি নির্বাচনে লড়েছেন; তাঁর পরিচিতি তথা ভোটারদের ওপর তাঁর প্রভাব ভালই ছিল। ১৯৭১ এর নির্বাচনের পূর্বে শ্রীহক এখানকার বিধাসভা সদস্য ছিলেন। এবারে এখানে কিছু জায়গায় 'আর, এস, পি-র আবদুল হককে ভোট দিন' বলে দেওয়াল-লিখনও পড়ে যায়। হঠাৎ পট-পরিবর্তন হয়ে গেল। শ্রীহক বামপন্থী মনোনয়ন পেলেন না, সেখানে এস, ইউ, সি প্রার্থী শ্রীসিংহ দাঁড়িয়েছেন। বামপন্থী জোটের বৈঠক ও সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই সুচিন্তিত। গতবারের নির্বাচনে আর, এস, পি প্রার্থী আবদুল হকের চেয়ে এস, ইউ, সি প্রার্থী শ্রীঅচিন্ত্য সিংহ অনেক কম ভোট পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন মনোনয়নের ছবি বদলে গেল, তখন ধরেই নিতে হবে যে, পার্টির অক্লান্ত কর্মী শ্রীসিংহ এবার ভাল 'ইমেজ' রেখেছেন।

প্রসঙ্গত মুসলিম লীগ প্রার্থীর কথাই এসে যায়। গতবারে এই কেন্দ্রের আসন মুসলিম লীগ পেয়েছিল। তাই এবারও পাবে এই আশাই যদি প্রবল হয়, তবে ভুল করা হবে। কারণ সাম্প্রদায়িক চেতনার বশবর্ত্তী হয়ে ভোটদাতারা রায় দেবেন একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আজ নাই। কারণ বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বহু জনের লীগপ্রেম চলে গেছে। বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা এর জন্যে প্রশংসার অপেক্ষা রাখেন। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিকে জিইয়ে রেখে তাকে রাজনৈতিক কাজে লাগাতে যাওয়া এখনকার দিনে অদূরদর্শিতার পরিচয়।

নির্বাচন প্রসঙ্গে একটা কথা কংগ্রেস, বামপন্থী জোট এবং আর সব দলকে বলে রাখা দরকার। এটা জনগণের পক্ষ থেকে অনুরোধ। ভোটে জিতুন সঙ্গত নির্বাচনী প্রচারের মাধ্যমে। কিন্তু গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষকে হরেক রকম সাম্প্রদায়িক উস্কানিতে বিভ্রান্ত করে নয়। ভোটদাতাদের সুস্থ চিন্তার অবকাশ দিন। প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা জনমনে সঞ্চারিত করুন। তা না হলে আখের ভাল হয় না।

জঙ্গীপুর-সংবাদ

— শ্রীস্নিগ্ধা ব্যানার্জ্জী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

হাত ঘড়ির দিকে নজর পড়লো। বেলা দশটা। মনে পড়লো আজই আমাকে বহরমপুর ফিরে যেতে হবে। ট্রেণের সময় ১২-৫৫ মিঃ'এ। এই দু'তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে মোটামুটী শহরটী দেখে নিতে হবে। কিন্তু সেতো শুধু চোখের দেখা। শহরের মানুষের মনের পরিচয় বা এই শহরের অতীত সম্পদের সংগ্রহ এত অল্প সময়ে সম্ভব নয়। ইচ্ছা রইলো আবার একদিন এই শহরে ফিরে আসার। আজ যতটুকু সম্ভব চোখের দেখা দেখে যাই।

সামনের দিকে চোখ ফিরালাম। চোখে পড়ে একটী বড় নাম-ফলক, "রঘুনাথগঞ্জ মেডিক্যাল ষ্টোরস্"। ওষুধের প্রতিষ্ঠান। দোকানে ক্রেতার ভীড়। শো-কেসে সাজিয়ে রাখা ও শো- কসের উপরে সযত্নে রক্ষিত ওষুধের শিশি-বোতলগুলির প্রাচুর্য্য ও ক্রেতার সংখ্যাধিক্য প্রতিষ্ঠানটীর অর্থ-কৌলিন্যের পরিচয় দেয়। ভালরূপে দেখার জন্য সামনে পা বাড়ালাম। সহসা দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো পার্শ্বে অপূর্ব্ব সুসজ্জিত একটী দোকান ঘরের অভ্যন্তরে। বাহিরে কোন নাম-ফলক নাই। ঘরের অভ্যন্তরে সুসজ্জিত শো-কেস, ও সুবিন্যস্ত দ্রব্য-সামগ্রী প্রতিষ্ঠানাধিকারীর শিল্পরুচির সাক্ষ্য বহন করে। কাঠের তৈরী আসবাবপত্রগুলি এত সুন্দর এবং তার অঙ্গসজ্জাও এত মনোরম যে মফস্বল শহরে এইরূপ রুচিসম্পন্ন, পরিচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠানের কল্পনাও করা যায় না। পায়ে পায়ে দোকানে প্রবেশ করলাম। কাউন্টারের ওপাশে দুজন অল্পবয়সী তরুণ হাস্যমুখে ক্রেতাদের পছন্দ মাফিক দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহে ব্যস্ত। দক্ষিণ পার্শ্বে প্রাচীরগাত্রে ছোট্ট সুদৃশ্য একটী নাম ফলক "জীবন"। তারই নিম্নে সুন্দর অক্ষরে লেখা আর একটী ফলক, "আসবাব-পত্র নির্ম্মাণে, শালবীথি"। বুঝলাম প্রতিষ্ঠানটীর নাম "জীবন"; এবং আসবাবপত্রগুলির নির্ম্মেতা শালবীথি নামে কোন এক প্রতিষ্ঠান।

নামকরণে পরিচ্ছন্ন রুচির পরিচয় মেলে। জীবনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্যের সমারোহ, তাই প্রতিষ্ঠানটীর নাম "জীবন"।

যুবকদ্বয়ের সঙ্গে আলাপে জানলাম একজন বি এস্ সি পাশ করে জঙ্গীপুর কলেজে করনিকের কাজ করেন, আর একজন বি-এস্-সি পার্ট-টু পরীক্ষা দিয়েছেন।

তাঁরা জানালেন, তাঁদের ইচ্ছা এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি ক'রে এটিকে একটী "What not Shop" এ রূপান্তরিত করা। অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা।

শুভেচ্ছা জানিয়ে, বিদায় নিয়ে পথে নামলাম। পা বাড়ালাম সম্মুখের টানে।

দুচার পা অগ্রসর হ'তেই বামে একটী নাম-ফলকে চোখ পড়লো। "POST OFFICE"

ছোট্ট সুসজ্জিত ঘর। লোকজনের ভীড় প্রচুর। কিন্তু একজন মাত্র কর্ম্মী কাজ করছেন। অবাক হ'লাম, সদর শহরে এত ছোট ডাকঘর দেখে। কিন্তু না, এটি শাখা-অফিস। সদর অফিস ফাঁসি-তলায় আছে। সদাশয় ডাকবিভাগ জনসাধারণের উপকারার্থে আর একটি ডাকঘর বাজারের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। লোকজনের প্রাচুর্য্য দেখে কিন্তু মনে হলো কর্ম্মী সংখ্যা অপ্রচুর। অন্ততঃ পক্ষে আর একজন কর্ম্মীর ব্যবস্থা হ'লে জনসাধারণের দুর্ভোগ কম হ'তো এবং সাধারণে আর একটু উপকৃত হতেন।

ডাকঘরের পশ্চাতে গলিপথ দিয়ে এগিয়ে গেলাম। কিছুটা পথ গিয়ে ডানদিকে ফিরে এগিয়ে গেলাম। সহসা বাম পার্শ্বে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লো। প্রাচীর ঘেরা বিশাল চত্বর এবং তার মধ্যস্থলে জীর্ণ এক প্রাসাদ। প্রত্নতাত্বিক বিভাগের রক্ষিত কোন ঐতিহাসিক স্থান নয় তো! পথ-চারীদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই কৌতূহল নিবৃত্তি হ'লো। এটি একটী প্রাচীন দেবস্থান "তুলসীবিহার বাড়ী"।

জঙ্গীপুরের দেওয়ান কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত বহু যুগ পূর্ব্বে এই দেবস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। ধর্ম্মপ্রাণ কীর্ত্তিচন্দ্র গঙ্গার অপর পারে জঙ্গীপুরে "বৃন্দাবনবিহারী" শিলা স্থাপন করেন এবং তাঁর ভোগরাগের ব্যবস্থা-কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃন্দাবনবিহারীর মন্দির। সেই সূত্রেই নির্ম্মিত হয় গোবর্দ্ধনযাত্রা মন্দির ও তুলসী-বিহার বাড়ী।

এই নারায়ণ শিলার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী শোনা যায়।

অতীতে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সন্ন্যাসী জঙ্গীপুরে আগমন করেন। তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রভাবে মন্ত্রপূত তুলসী পত্রের স্পর্শে যে কোন নারায়ণ শিলাকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারতেন। তিনি বৃন্দাবনবিহারীকেও দ্বিখণ্ডিত করতে ইচ্ছা করলেন।

তিনি দেবশিলার সম্মুখে আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে মন্ত্রপূত তুলসীপত্র বিগ্রহ শিলার মস্তকে স্থাপন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনে রক্ষিত নারায়ণ শিলা কম্পিত হতে থাকে। কিয়ৎক্ষণ কম্পনের পর দেব বিগ্রহ স্থির অচঞ্চল হ'য়ে অবিকৃত অবস্থায় অবস্থান করছেন দেখা গেল। এই দৃশ্য দর্শনে অহঙ্কারী সন্ন্যাসীর শক্তির অহঙ্কার দূর হ'লো। তিনি সাশ্রুনয়নে করুণ কণ্ঠে বার বার বৃন্দাবন-বিহারীর চরণ তলে পতিত হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। "প্রভু, আমি মূর্খ। তাই তোমাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম। তুমি অধমকে ক্ষমা ক'রো প্রভু।" এই বলে তিনি ক্রন্দন করতে থাকেন।

এমনই মাহাত্ম্য এই শিলার। প্রতিবৎসর বৈশাখের সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রে বৃন্দাবনবিহারীকে তুলসীবিহার বাড়ীতে আনয়ন করা হয়। তিনি তিন দিন এখানে অবস্থান করেন, ও পরে নিজ-মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ তিন দিন এখানে বিরাট মেলার ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্বে দূর গ্রাম হতে বহু দেব বিগ্রহকে নিমন্ত্রণ ক'রে আনয়ন করা হ'তো এবং এই কয়দিন তাঁরা তাঁদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অবস্থান ক'রে এই এষ্টেটের ব্যয়ে ভোগরাগ প্রাপ্ত হতেন। এখন আর সে ব্যবস্থা নাই। গৃহগুলি অব্যবহার্য্য ও অন্তিমদশা প্রাপ্ত হ'য়েছে। এমনকি মন্দির গৃহটীও সংস্কার অভাবে জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু জনসাধারণের সদিচ্ছা থাকলে এবং সকলে চেষ্টা করলে এই মেলার আয় থেকে ও জনসাধারণের অর্থ সাহায্যে এই মন্দিরের সংস্কার কার্য্য সম্ভব এবং এই গৌরবময় প্রথাকে পুনরায় সচল করা কঠিন নয়।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এগিয়ে চললাম সম্মুখে। দেশগৌরব দাদাঠাকুরের বসতভিটার পাশ দিয়ে এসে পৌছিলাম রঘুনাথগঞ্জ তরকারী বাজারে। এইটীই শহরের মানুষের একমাত্র তরকারী বাজার। কিন্তু এর সামগ্রিক চেহারাটা খুব প্রীতিপ্রদ নয়। প্রবেশ পথে বেশ কিছু চালের দোকান রয়েছে। তরকারীর পসরা নিয়ে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। ক্রেতার সংখ্যাও প্রচুর। প্রবেশ মুখেই একটী কাঁচা নর্দ্দমা। তার পচা জলের গন্ধ দূর থেকেই নাসায় প্রবেশ করে। অনেক কসরৎ করে বাজারে প্রবেশ করেই বুঝলাম, এই কাঁচা মাটি অল্প বৃষ্টি হ'লেই কর্দ্দমাক্ত হ'য়ে বিক্রেতা ও ক্রেতার উভয়ের কষ্টের কারণ হয়। বিক্রেতাদের অধিকাংশের জন্যই কোন চালা ঘরের ব্যবস্থা নেই, ফলে বর্ষায় জলে ভিজে তাদেরকে কারবার চালাতে হয়। কিন্তু যদি শহরের সাধারণ মানুষ একটু উদ্যোগী হন্ তবে এ দুর্দ্দশা থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন নয়। এও শুধু সদিচ্ছার অভাব।

যে শহরের রুচিবোধের প্রশংসা করেছি এতক্ষণ তার জনজীবনে সদিচ্ছার অভাববোধ সত্যিই মনকে ভারাক্রান্ত করে। ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এগিয়ে চলি। হঠাৎ কানে আসে ঢং ঢং শব্দে ঘড়িতে বারোটা বাজলো। আর সময় নেই। ফিরতে হবে আমাকে। সামনে একটী খালি রিক্সা দেখে চেপে বসলাম, ষ্টেশন যাবার নির্দ্দেশ দিয়ে। রিক্সা চলেছে পথ দিয়ে। আবার সেই পথ।

বিদায়, জঙ্গীপুর বিদায়। ভালমন্দে মিশে তুমি আমার মনে গেঁথে রইলে। ইচ্ছা রইলো আবার শীঘ্র তোমার কাছে ফিরে আসার।

ভালরূপে তোমার অতীত ও বর্ত্তমানকে জানবার ইচ্ছা নিয়ে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় জঙ্গীপুর।

ক্রীড়া সংবাদ

গত ১৫/২/৭২ তারিখ হইতে শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার এবং ক্লাবে পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত শিক্ষক শ্রীদিলীপকুমার দাস মহাশয়ের শিক্ষাধীনে মুর্শিদাবাদ জেলার জিমনাসটিক শিক্ষণ শিবির আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত শিবির এক মাস স্থায়ী হইবে। এই শিক্ষণ শিবিরে ৫০ জন ছেলেমেয়ে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করে।

আমার চোখে নির্ব্বাচন

(সাধারণ নির্ব্বাচন আগতপ্রায়। নির্ব্বাচন-প্রাককালে নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষের চিন্তাধারার প্রতিবিম্বন্—আমার চোখে নির্ব্বাচন—এখানে তুলে ধরা হলো।—সম্পাদক : জঃ সঃ)

সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্ব্বাচন অবশ্য করণীয়; নির্ব্বাচনের পথ পরিহার করার অর্থ সংসদীয় গণতন্ত্রের অপমৃত্যু।

কিন্তু বর্ত্তমান নির্ব্বাচন পদ্ধতির দ্বারা, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের মারফৎ, জনগণের সুখ ও শান্তি কতখানি আনয়ন করা সম্ভব, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

নির্ব্বাচনের প্রধানতম উদ্দেশ্য, প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার ভিত্তিতে জনগণের গরিষ্ঠ অংশের মনোমত নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হস্তে পরবর্ত্তী পাঁচ বৎসরের জন্য শাসনভার অর্পণ করা।

জনগণের প্রতিটি প্রয়োজনের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ব্যক্তিরাই নির্ব্বাচিত হ'য়ে বিধানসভায় জনগণের দুঃখকষ্ট লাঘবে সচেষ্ট হবেন, এই আশায় নির্ব্বাচন পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু আমাদের মত এই স্বল্প শিক্ষিত ও দরিদ্র দেশে আমরা কি সঠিকভাবে বিবেকবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে যোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে নির্ব্বাচিত করতে সক্ষম হই?

এর একটি মাত্রই উত্তর—'না'। কেন না প্রথমতঃ আমরা দারিদ্র্য ও শিক্ষাভাববশতঃ গোষ্ঠীতন্ত্র ও ব্যক্তি প্রাধান্যের মোহমুক্ত হ'তে সক্ষম হই নাই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ করে গ্রামগুলির ক্ষেত্রে সেই প্রধানতম ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নির্দ্দেশে, অযথা বিরাগভাজনের ভয়ে, সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী পছন্দমত ব্যক্তিকেই ভোটদানে বাধ্য হই। নিজের বিবেক বুদ্ধির প্রয়োগ করতে সক্ষম হই না। কেননা ভুক্তভোগীমাত্রই অবগত আছে গ্রামস্থ প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী, তাদের অর্থের শক্তিতে বিরোধী ব্যক্তির যে কোন ক্ষতিসাধনে সক্ষম। সেক্ষেত্রে আইনের ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হওয়া দুষ্কর। কেন না আইনের আশ্রয় গ্রহণও ব্যয়সাপেক্ষ। অর্থবলে বলীয়ান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আইনকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শনে সক্ষম। দ্বিতীয়তঃ নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতই ব্যয়বহুল যে স্বল্পবিত্ত দরিদ্র যোগ্য ব্যক্তির পক্ষে নির্ব্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশ গ্রহণ একরূপ অসম্ভব। সে কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অযোগ্য ধনী ব্যক্তিরাই নির্ব্বাচনে অধিক সংখ্যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ নেয়। এই সমস্ত ব্যক্তিদের নিকট আমরা কতটুকু সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন আশা করতে পারি। এই সমস্ত প্রতিনিধিরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ অনুসন্ধানে, সুবিধামত ক্রমাগত দল পরিবর্ত্তন করেন ও ফলে ঘন ঘন মন্ত্রীসভার পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়ে এবং স্থায়ী সরকার গঠনের আশা ক্রমশঃ শূন্যে বিলীন হয়।

সে কারণে এই সব দোষত্রুটি সংশোধিত না হওয়া পর্য্যন্ত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান আমার কাছে প্রহসন বলেই অনুভূত হয়। বিশেষ করে বহুধ ঢক্কানিনাদিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন এই সমস্ত নির্ব্বাচিত ধনী প্রতিনিধিদের দ্বারা সফল হওয়া অসম্ভব বলেই আমার ধারণা।

সেই কারণেই স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বার বার নিষ্ফল নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান দরিদ্র জনগণের অর্থের অহেতুক অপচয় বলেই আমার মনে হয়।

—অমিতাভ দাস
জঙ্গীপুর

জঙ্গীপুর পৌরসভার প্রাথমিক নির্ব্বাচন তালিকার প্রকাশ

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে জঙ্গীপুর পৌরসভার প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত (ছুটির দিন বাদে) জনগণের পরিদর্শনের জন্য আগামী ২১-২-৭২ হইতে ৬-৩-৭২ পর্য্যন্ত মহকুমা-শাসকের অফিস, জঙ্গীপুর পৌরসভার অফিস ও বি, ডি, ও, ; রঘুনাথগঞ্জ—২নং ব্লক অফিসে পাওয়া যাইবে।

যদি তালিকায় কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন দাবি বা কোন নাম অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন আপত্তি বা কোন লিখনের অন্তর্গত বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকে তবে তাহা আগামী ৬-৩-৭২ তাং বেলা ৫টার মধ্যে মহকুমা-শাসকের নিকটে উপযুক্ত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

(মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক কর্ত্তৃক প্রচারিত)

চুরি

সাগরদীঘি, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—এখানে বিলম্বে পাওয়া এক খবরে জানা গিয়েছে যে গত ৮।২।৭২ তারিখে নবগ্রাম থানার চানক গ্রামে শ্রীপার্ব্বতীকুমার ঘোষের বাড়ীতে বড় রকমের একটী চুরি হয়ে গিয়েছে। দুর্বৃত্তরা গভীর রাতে হানা দিয়ে কাপড়-চোপড়, বাসন-পত্র, একটি সাইকেল এবং প্রায় পনেরো মণ ধান নিয়ে চম্পট দেয়। পুলিশ এখনও কাওকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় নি।

জনসভা

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী আজিমগঞ্জ মিউনিসিপ্যাল ময়দানে নব-কংগ্রেসের ডাকে এক বিরাট নির্বাচনী জনসভা হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীআবদুস সাত্তার।

বিক্ষোভ মিছিল

অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিবাদে জিয়াগঞ্জ রাণী ধন্যা কুমারী কমার্স কলেজে ছাত্র সংসদের ডাকে ছাত্ররা ক্লাশ বর্জ্জন করে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। তাঁরা ইলেকট্রিক অফিসের সামনে গিয়ে "ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ," "ছাত্রদের লেখাপড়ার ক্ষতি করা চলবে না" ইত্যাদি ধ্বনি দিতে থাকেন। আজ ১৭ই ফেব্রুয়ারী হাসাগ এবং মোমবাতি জেলে বি-কম পার্ট ওয়ানের টেষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

আত্মহত্যা

সাগরদীঘি, ১৭ই ফেব্রুয়ারী—গত বৃহস্পতিবার জিয়াগঞ্জ শিবতলা ঘাটের কাছে একজন মহিলা ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যার কারণ জানতে পারা যায় নি।

শিক্ষক আবশ্যক

মালডোবা পঙ্কজকুমার হাই স্কুলের (পোঃ দিয়াড়-রাণীনগর, (মুর্শিদাবাদ) জন্য "ডেপুটেশন ভেকান্সী"তে একজন শিক্ষক চাই। সম্পাদক বরাবর অবিলম্বে দরখাস্ত করুন।

ভগবানচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, বালিঘাটা

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ।

১৯৭১ সালে এই চতুষ্পাঠি হইতে নিম্নের পরীক্ষার্থিগণ বহরমপুর কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়াছিল তাহাদের ফলাফল :—

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের উপাধি (তৃতীয়)

শ্রীপটলচন্দ্র দাস, ফতুল্লাপুর ১ম বিভাগ, শ্রীপ্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় বিভাগ।

মুগ্ধবোধ মধ্য (২য়) পরীক্ষা

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দাস, ২য় বিভাগ, শ্রীনিখিলচন্দ্র দাস, ২য় বিভাগ।

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্য (১ম) পরীক্ষা

শ্রীঅনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ননগড় ২য় বিভাগ।

সারস্বত ব্যাকরণ ১ম পরীক্ষা

শ্রীবৈজনাথ গাঙ্গুলী, মনিগ্রাম ২য় বিভাগ।

কাব্য প্রথম পরীক্ষা

শ্রীনিমাইচন্দ্র রায়, সম্মতিনগর ২য় বিভাগ, শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ২য় বিভাগ।

অধ্যাপক—শ্রীকালীকুমার কাব্যতীর্থ

ম্যারাথন দৌড়-প্রতিযোগিতা

সাগরদীঘি, ১২ই ফেব্রুয়ারী—গত বৃহস্পতিবার (১০-২) নসীপুর পোষ্ট অফিস থেকে জিয়াগঞ্জ শ্রীপৎ সিং কলেজ পোষ্ট অফিস পর্যন্ত একটি দৌড় প্রতিযোগিতা হয়ে গেল। এই প্রতিযোগিতার নাম দেওয়া হয়েছিল 'ম্যারাথন দৌড়-প্রতিযোগিতা" এবং এই জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিযোগীরা অংশ গ্রহণ করেন। প্রথম স্থান অধিকার করেন শ্রীহেমন্তকুমার ঘোষ (লালবাগ), দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীসন্তোষকুমার সিনহা (লালগোলা) এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন শ্রীসন্তোষকুমার সিনহা (জিয়াগঞ্জ)।

বহরমপুর কালেক্টরেট ক্লাবের পরিচালনায় সারা বাংলা একাঙ্ক নাট্য প্রতিযোগিতার ফলাফল

দলগত নৈপুণ্য ১ম জাগরণ সংঘ, নিমতা নাটক—সোনালী স্বপ্ন (শ্রীরতনকুমার ঘোষ), দলগত নৈপুণ্য ২য় প্রান্তিক গোষ্ঠী, বহরমপুর নাটক—পিতামহের উদ্দেশ্যে (শ্রীরতনকুমার ঘোষ), দলগত নৈপুণ্য ৩য় ছান্দিক গোষ্ঠী, বহরমপুর নাটক—ভূমিকম্প (শ্রীশচীন ভট্টাচার্য্য),—শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রীপিলু মজুমদার জাগরণ সংঘের 'সোনালী স্বপ্ন' নাটকের জন্য। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীপ্রশান্ত সান্যাল জঙ্গীপুর মৌসুমী নাট্যসংস্থার 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকে 'বাউলের' চরিত্রে অভিনয়ে। শ্রেষ্ঠ সহ-অভিনেতা শ্রীঅহিভূষণ মুখার্জী প্রান্তিক গোষ্ঠীর 'পিতামহের উদ্দেশ্যে' নাটকে 'বাহক' চরিত্রে অভিনয়ে। শ্রেষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা শ্রীপিলু মজুমদার জাগরণ সংঘের 'সোনালী স্বপ্ন' নাটকে 'যুধিষ্ঠির' চরিত্রে অভিনয়ে। শ্রেষ্ঠ টাইপ অভিনেতা শ্রীপবিত্র চ্যাটার্জী বোর্ডস্ রিক্রিয়েশন

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

ক্লাব, রাইটার্স বিল্ডিংস্, কলিকাতার 'ঘুম নেই' নাটকে 'উদ্ভব' চরিত্রে অভিনয়ে। শ্রেষ্ঠ পাণ্ডুলিপি যেখানে সবাই রাজা রচনা শ্রীমনীশ গুপ্ত (আদি মৈত্রী সংঘ নৈহাটী)। সার্টিফিকেট অফ মেরিট শ্রীঅনিলকুমার দত্ত (বহরমপুর রূপশিল্পীর 'মহাকাব্য' নাটকে 'বাজীকর' চরিত্রে), শ্রীসূর্যকুমার হালদার (বহরমপুর শাশ্বত শিল্পী সংঘের 'শেষ বিচার' নাটকে 'অনল' চরিত্রে), শ্রীদেবদাস ঘোষ (বালী কিংষ্টার থিয়েটারের 'শেষ বিচার' নাটকে 'সিফ্টার' চরিত্রে), শ্রীসমীর ঘোষ (সমশেরগঞ্জ ব্লক রিক্রিয়েশন ক্লাবের 'প্রাইভেট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ' নাটকে 'উদয়' চরিত্রে)।

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের এক রক্তরাঙা স্মরণীয় দিন। বাংলাদেশের মানুষের কাছে এ দিনটি শপথ নেবার দিন, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা নেবার দিন। এই দিনেই হাজার হাজার কণ্ঠে একদা ধ্বনিত হয়েছিল প্রাণের কথা, বিবেকের বাণী—'মাতৃভাষা জন্মসূত্রে পাওয়া জননীর ভাষা; এ নিয়ে আপোষ হয় না, আলোচনা চলে না।' তাই ১৯৪৮ সালে ঢাকা ঘোড়দৌড় ময়দানে যখন পাকিস্তানের গভর্ণর মহঃ আলি জিন্না বিশাল জনসভায় ঘোষণা করেছিলেন "I tell you, urdu and urdu alone shall be the state language of Pakisthan." উর্দু ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা—অন্য ভাষা নয়। সেদিন তরুণ তাজা রক্তে লেগেছিল দোলা গর্জে উঠেছিল, সম্মিলিত ছাত্রদের কণ্ঠস্বর—না, না, না। সেই দিনই হয়েছিল বাংলাদেশে বিপ্লবের যথার্থ সূত্রপাত। শুরু হয়েছিল আন্দোলন। ধর্মান্ধ পাকিস্তান সরকার চেয়েছিল সেদিনকার আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করতে। চালিয়েছিল বেয়োনেট, ছুঁড়েছিল গুলিগোলা। কিন্তু পারেনি শাসকগোষ্ঠী তা স্তব্ধ করে দিতে। বাংলাদেশের বীর তরুণেরা সেদিন দাঁড়িয়েছিল রুখে। বরকত-সালাম-রফিক-জাব্বার দিয়েছিল তাদের জীবন ডালি। তাদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল বাংলাদেশের শ্যামল মাটি। দিকে দিকে জ্বলে উঠলো প্রতিবাদের আগুন। পরে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তান সরকার স্বীকার করে নিলেও এ আগুন নিভেনি। সেদিনকার ভাষা আন্দোলন হতেই বাংলাদেশের মানুষের মনে জন্ম নিয়েছিল মুক্তি লাভের দুর্বার বাসনা। শোষিত, বঞ্চিত বাংলাদেশের মানুষ চেয়েছিল—বঞ্চনা হতে মুক্তি, শোষণ হতে মুক্তি আর চেয়েছিল অর্থনৈতিক মুক্তি। তাই কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল নজরুলের বাণী "পীড়িত মানব পারে নাক আর/সবে না এ অপমান।" বজ্র কঠোর শপথ ছিল তাদের। তাই কবি কণ্ঠের প্রতিধ্বনি তাদের কণ্ঠে কণ্ঠে "মনের শিকল ছিঁড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে টান।" একুশে ফেব্রুয়ারী সেই বেদনাবিক্ষুব্ধ, যন্ত্রণাবিদ্ধ, শোষণক্লিষ্ট বাংলাদেশের মানুষের শোষণ-শাসন-পীড়ন আর দাসত্ব হতে মুক্তির জন্য শপথ নেবার দিন।

বরকত-সালাম-রফিক-জাব্বার এবং আরও কত শত শহীদের রক্তে স্বাক্ষরিত দলিল হলো একুশে ফেব্রুয়ারী। কিন্তু বিফল হয় নি বীরের রক্তদান, বিফল হয় নি মাতার অশ্রুধারা, ব্যর্থ হয় নি বাংলাদেশের মানুষের দুশ্চর তপস্যা। বাহাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারী বহন করে এনে দিয়েছে তাদের সাধনার সিদ্ধি, দিয়েছে শোষণ হতে মুক্তি, দিয়েছে স্বাধীনতার স্বাদ।

২২।২।৭২

বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

শ্রীকান্তবাটী পি, এস্, এস্ শিক্ষানিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক ক্রীড়ানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭।২।৭২ তারিখ। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সভাপতিত্ব করেন ও বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন।

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা,

প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

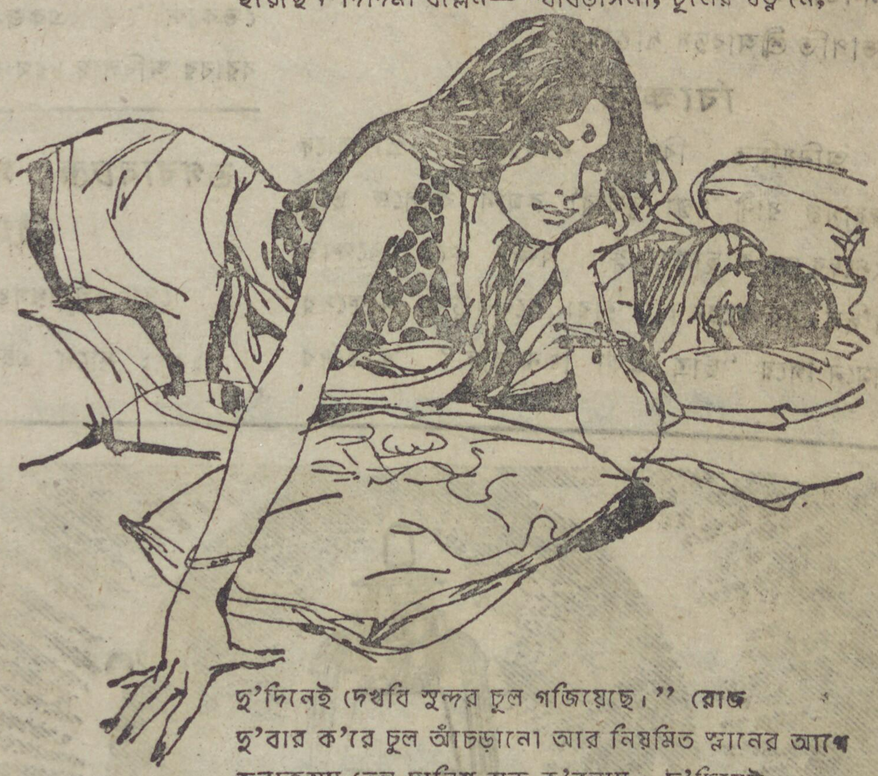

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।